বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

৭ এপ্রিল ২০১৪

Vector-Borne Diseases

মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৪ চৈত্র ১৪২০
০৭ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০১৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে জনগণের গড় আয়ু বেড়েছে, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে এসেছে। মশা মাছি বাহিত রোগ নির্মূল করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'মশা মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ বালাই মুক্ত থাকি' (Vector-borne diseases) অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি মশা মাছির মাধ্যমে মানবদেহে সংক্রামিত ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া এবং কালাজ্বর উল্লেখযোগ্য হারে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ২০15 সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে মশা মাছি বাহিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমি 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০১৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের তাৎপর্য

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে তার সমাধান ও সংশ্লিষ্ট দেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। পৃথিবীর ১৯৪টি দেশ বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য, তার মধ্যে ১৪৮টি দেশে এ সংস্থার কার্যালয় রয়েছে। এই সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ১৯ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরে এদেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন ও প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় বিগত কয়েক দশকে তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন সহকারে অনেক সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন প্রতিনিধি ও তার কার্যালয় আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মানসিক ব্যাধির হ্রাস এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ঔষধ শিল্পের প্রসারণ, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং সামাজিক গবেষণার উন্নয়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, নবোদ্ভূত ও পুনরোদ্ভূত রোগের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে ৭ এপ্রিল সারা বিশ্বে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে পালন করে। সমসাময়িক স্বাস্থ্যগত সমস্যা অথবা জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে এমন বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য। জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য তৈরী করা হয়। এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য **'Vector-Borne Diseases: Protect Yourself'** যার বাংলা ভাবার্থ **''মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"**।

পৃথিবীতে বিশেষত: উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে বাহক-বাহিত রোগ একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে অনাদিকাল হতে বিরাজ করে আসছে। বিশ্বে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে ১৭ ভাগই হচ্ছে বাহক-বাহিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুজনিত রোগের ঝুঁকিতে আছে এবং প্রতিবছর লক্ষ্য লক্ষ্য লোক বাহক-বাহিত রোগে মারা যায় যাদের বেশীর ভাগই শিশু। তবে আশার কথা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০০০ সাল হতে এ পর্যন্ত ৪৫% মৃত্যুহার হ্রাস করে ৩৩ লক্ষাধিক লোকের জীবন বাঁচনো গেছে (বিশ্ব ম্যালেরিয়া প্রতিবেদন ২০১৩)। কালাজ্বর, ফাইলেয়িা ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূর্লেও কোন কোন দেশ সাফল্য লাভ করছে।

উষ্ম মন্ডলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও নানা ধরণের বাহক-বাহিত রোগ বিরাজ করছে। নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এই রোগগুলোর কোন কোনটি নিয়ন্ত্রণ হয়েছে অথবা নির্মূলের পর্যায়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বছরে বাহক-বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজিত বাহক-বাহিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া। অন্যান্য বাহক-বাহিত রোগের মধ্যে চিকুনগুনিয়া এবং জাপানিজ এনকেফালাইটিজ অন্যতম। এছাড়াও আমাশয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগও বাহকের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

ম্যালেরিয়া ঃ এনোফিলিস মশার মাধ্যমে বাহিত ম্যালেরিয়া রোগ দেশের ১৩টি জেলায় বিরাজ করছে। দ্রুত রোগ সনাক্ত করণ, কার্যকর ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা এবং ব্যাপক হারে কীটনাশকযুক্ত মশারী ব্যবহারের ফলে ম্যালেরিয়া রোগ এবং মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসছে। ২০০৮ সালে যেখানে ৮৪ হাজার ম্যালেরিয়া রোগী ছিল ২০১৩ সালে তা ৭০% ভাগ কমে ২৬ হাজারে নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে মৃত্যুর সংখ্যাও ১৫৪ থেকে ৯০% কমে ১৫ তে নেমে এসেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ শুধু নিয়ন্ত্রণ নয় তা নির্মূলের দিকে এগুচ্ছে। বর্তমান বেগবান ম্যালেরিয়া কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া মুক্ত দেশ হিসেবে গৌরবের ভাগিদার হতে পারে।

ডেঙ্গু ঃ ২০০০ সাল হতে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর পুনঃআবির্ভাব ঘটেছে; এর পর হতে প্রায় প্রতি বছর ডেঙ্গুর সংক্রমণ হচ্ছে। যদিও মৃত্যুর সংখ্যা কম তবুও প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ঢাকাসহ বিভিন্ন নগর এমনকি গ্রাম অঞ্চলেও আক্রান্ত হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বংশ বিস্তারের অধিক সুযোগ লাভ করে। যে কোন পাত্র বা আধারে সামান্য পানি জমে থাকলে তা এডিস মশা বিস্তারের জন্য সহায়ক হয়। বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধমান নগরায়নের সাথে এই মশার বংশ বিস্তার ও ডেঙ্গু রোগ সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এডিস মশা প্রত্যুষ এবং গোধূলী লগ্নে মানুষকে কামড় দেয় বলে শুধুমাত্র মশারি ব্যবহার করে এই মশার কামড় হতে বা ডেঙ্গু হতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। জনগণকে সম্পৃক্ত করে এডিস মশার বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেবল এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ডেঙ্গু প্রতিরোধে "সপ্তাহে একদিন যেখানে পানি জমে ফেলে দিন" এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যাবে বলে ধারণা করা হয়।

কালাজ্বরঃ বেলে মাছি দ্বারা বাহিত কালাজ্বর একটি মারাত্মক রোগ। স্বাধীনতার পর হতে বিশেষতঃ গত শতকের নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে কালাজ্বরের ব্যাপক হারে পুনোরুদ্ভব ঘটে। প্রতিবছর দেশের ৪০টিরও বেশী জেলার ১২০টিরও বেশী উপজেলায় ২০ হাজারের মত লোক এই রোগে আক্রান্ত হতেন এবং শতাধিক লোক মৃত্যুবরণ করতেন। ২০১৫ সালের মধ্যে কালাজ্বর নির্মুলের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ক্রমান্বয়ে এই রোগ কমে আসছে। দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, কার্যকর ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা ও কীটনাশকের মাধ্যমে বেলে মাছি নিয়ন্ত্রণের ফলে বাংলাদেশ কালাজ্বর নির্মূলের দ্বার প্রান্তে পৌছে গেছে। ২০১৩ সালে রোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দেড় হাজারে নেমে এসেছে। রোগীর সংখ্যার দিক থেকে ৯০ ভাগ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি আক্রান্ত উপজেলার সংখ্যাও ৯০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ কাঙ্খিত ২০১৫ সালের মধ্যে কালাজ্বর নির্মূল করতে পারবে বলে দৃঢ় ভাবে আশাবাদী।

ফাইলেরিয়াঃ ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগ সরাসরি মৃত্যু না ঘটালেও মারাত্মক ধরণের বিকলাঙ্গতা বা শারীরিক অক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। নানা ধরণের মশা দ্বারা বাহিত এই রোগ ফাইলেরিয়া পরজীবী দ্বারা বারবার সংক্রমণের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে স্ফিতী বা গোদ রোগের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে ১৯টি জেলায় এই রোগ বিরাজ করেছে। প্রতি বছর এই সমস্ত জেলায় ব্যাপক হারে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণের হার হ্রাস পেয়ে নির্মূলের দ্বার প্রান্তে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে ১৯টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলায় এই রোগ নির্মূল ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যেই বাকি ৪টি জেলাতেও এ রোগ নির্মূল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে ইতোমধ্যে যারা গোদ রোগে আক্রান্ত হয়েছে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ, তাদের আজীবন স্বাস্থ্য সেবা দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতোমধ্যে রংপুর বিভাগে গোদ রোগের জরিপ সম্পন্ন করে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা দেবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং সহযোগীদের নিয়ে জনগণকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দিতে, স্বাস্থ্যমানকে উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন টিকা সংযোজন এবং নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী জোরদার করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২০ লাখ শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১০ সালে Global Alliance for Vaccine & Immunization (GAVI) Board Meeting কর্তৃক আমরা জাতিসংঘ পদক পেয়েছি। মাতৃমৃত্যুর হার তাৎপর্যপূণভাবে কমে এসেছে। আমরা জাতিসংঘ থেকে ডিজিটাল হেলথ্ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক সাইথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এ অর্জনগুলো বিশ্ব সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

বাংলাদেশ বাহক বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা দিয়েছে। বাংলাদেশকে এই অগ্রগতী ধরে রাখতে হবে। এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাস্তব ভিত্তিক পরিবর্তন আনতে অঙ্গীকার করার সুযোগ এসেছে। আমাদের বিশ্বাস এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য **"মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"** এর আলোকে উজ্জীবিত হয়ে বাহক-বাহিত রোগ নির্মূলে সকলেই সচেষ্ট হবো।

অধ্যাপক বে-নজির আহমেদ
জনস্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ
পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও লাইন ডাইরেক্টর সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ চৈত্র ১৪২০
৭ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Vector Borne Diseases" অর্থাৎ "মশা মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ বালাই মুক্ত থাকি" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সারা বিশ্বে শতকরা ১৭ ভাগ সংক্রামক রোগই বাহক বাহিত। ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ দূষণের কু-প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল বাহক বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্রান্তীয় অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি অতি পরিচিত বাহক বাহিত রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে অনুকূল একটি দেশ। পরিকল্পিত ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাপক জনসচেতনতাই পারে এ সকল রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে।

স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত। আমরা চিকিৎসাসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়েছি। দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। উপজেলা ও জেলা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। দেশে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসায় আমরা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের নেওয়া পদক্ষেপের সুফল এখন জনগণ পাচ্ছেন। আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হওয়ায় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদেরকে পুরস্কৃত করছে।

দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি আমি বেসরকারি ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

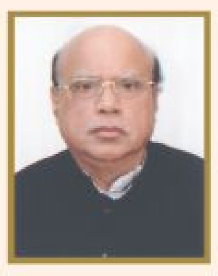

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "Vector Borne Diseases" যার বাংলা করা হয়েছে "মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"। বিষয়টি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ গুরুত্ব বহন করে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। বাহক বাহিত সংক্রামক রোগের বংশ বিস্তারের জন্য এ দেশটির পরিবেশ অনুকূল। বর্তমান সরকার তৃণমূল পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সরকার দেশের আপামর জনসাধারণের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টি সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও অত্যাবশকীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নেয়া হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সকলকে এ ব্যাপারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাঙ্খিত আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মন্ত্রণালয়ের অধীন চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন একান্ত প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে বাহক-বাহিত রোগসহ অন্যান্য রোগের বিষয়ে সচেতন করে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের আহ্বান সার্থক হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সকল কর্মসূচি সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে উদযাপন উপলক্ষে আমরা বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Vector Borne Diseases" যার ভাষান্তর করা হয়েছে "মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"। বিশ্বায়ন ও নগরায়নের ফলে শহরের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সংক্রামক, অসংক্রামক এবং পতঙ্গ ও পরজীবী বাহিত রোগ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি। এ সমস্ত রোগে অনেক মানুষ অসুস্থ, পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা।

নগরজীবনে সকল মানুষ বিশেষ করে হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে সে লক্ষ্যে ধনী দরিদ্র সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা প্রয়োজন। সেই সাথে এসব সেবা যাতে মানসম্মত হয় সেজন্য চিকিৎসক, নার্স ও সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা এবং সেবা গ্রহীতার চাহিদা মোতাবেক সেবার মান বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নতুন নতুন স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতিসহ চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নগরজীবন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসহ গণমাধ্যমেরও ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উদযাপন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে "Vector-Borne Diseases" যার বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে **"মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"** যা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেও বাহক-বাহিত রোগের বিস্তার ব্যাপক। সকল বয়সের মানুষের মধ্যে এ রোগের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও শিশুরা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের দেশে বাহক-বাহিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া এবং কালাজ্বর উল্লেখযোগ্য। জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ রোগসমূহ বহুলাংশে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের হাসপাতালগুলোতে নানাবিধ রোগের যথাযথ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে আরো উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাহক-বাহিত স্বাস্থ্যসমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও আরো উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। দেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যাদি মোকাবেলায় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের প্রতি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

এম, এম, নিয়াজ উদ্দিন

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য "Vector-Borne Diseases" বাংলায় এর প্রতিপাদ্য করা হয়েছে **"মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"**। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বাহক-বাহিত রোগ বিস্তারের প্রবণতা রয়েছে। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়াসিস্, ডেঙ্গুজ্বর ইত্যাদি অন্যতম। অঞ্চল বিশেষে এ রোগসমূহ অনেক সময় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। কীটনাশক ও ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস, রোগ নির্ণয়; নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের অভাব, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন, বনাঞ্চল ধ্বংসকরণ, যাতায়াত বৃদ্ধি ইত্যাদি বাহক-বাহিত রোগসমূহের ঝুঁকি ও বিস্তারের অন্যতম কারণ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো বাহক-বাহিত রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, পরিপূর্ণ চিকিৎসা প্রদান, কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ ও ব্যবহার, বাহক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত কর্মসূচি এর মধ্যে অন্যতম। রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার উভয় ক্ষেত্রেই চলমান উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক। এতে প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ তথা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে এ বিষয়ে ব্যাপক সাড়া জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস। বাহক-বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই আহ্বানকে স্বাগত জানাই। এই মহতী উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। এটাই হোক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের অঙ্গিকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সকল কর্মসূচি সফল হোক।

অধ্যাপক ডাঃ দীন মোঃ নূরুল হক

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। দিবসটি উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে **"Vector-Borne Diseases"** যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে **"মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"**। প্রতিপাদ্যের উপর আলোকপাত করে ব্যাপক জনগণের মাঝে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দারিদ্রতা, শিক্ষার নিম্ন হার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অনগ্রসরতা, জীবনমান সম্পর্কে অসচেতনতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার যোগান দিতে একদিকে সরকারের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে অন্যদিকে মানুষের অজ্ঞানতা, অসচেতনতা, অবহেলা কিংবা উদাসীনতার কারণে রোগ ব্যাধির ব্যাপক বিস্তারে মানুষের দুর্ভোগও বাড়ছে।

বাহক-বাহিত রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর অন্যতম। মশা-মাছি এসব রোগের বাহক। জনবসতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেই মশা-মাছি বংশবৃদ্ধি করে। পরিত্যক্ত পাত্র, টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বাসস্থানের আশেপাশের জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করতে হবে। বিষয়টি আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমলে নিয়ে জনসচেতনতায় সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের আহ্বানের সফলতা বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের গণমুখী মাঠভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে আরও অধিক সাফল্য অর্জিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক এ প্রত্যাশা করছি।

মোঃ নূর হোসেন তালুকদার

সভাপতি
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বাণী

আজ ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য **"Vector Borne Diseases"** যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে **"মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"**। প্রতিপাদ্যের আলোকে দিবসটি পালনের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ঘনবসতিপূর্ণ ও উন্নয়নশীল দেশ। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে আমাদেরকে কীটপতঙ্গবাহিত নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়। তাছাড়া বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও ভৌগলিক অবস্থানজনিত কারণে এ দেশে বাহক-বাহিত নিত্য-নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মশা-মাছির বংশ বিস্তার এবং এগুলোর মাধ্যমে সংক্রমিত ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ জনস্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পুকুর, ডোবা, জলাশয়, বাড়ির আঙ্গিনা ও চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রয়োজনে ডিডিটি ঔষধ স্প্রে ও মশারী ব্যবহারের মাধ্যমে কীটপতঙ্গবাহিত এ সকল রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এ ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটি রোগমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সকল স্তরে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উদযাপন সফল হোক।

প্রফেসর ডা. মাহমুদ হাসান

মহাসচিব
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বাণী

বিশ্বের সকল দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে ৭ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ দিবসটি পালিত হচ্ছে। সকল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা উত্তরণে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে এবারের প্রতিপাদ্য "Vector Borne Diseases" যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে "মশা-মাছি দূরে রাখি ঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি"। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি খুবই অর্থবহ বলে আমি মনে করি।

মশা-মাছির বিস্তার আমাদের দেশে ব্যাপক। এর আক্রমণের কারণে আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরণের রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি। একটু সচেতন হলেই আমরা এই রোগ নির্মূল করতে পারি। একজন সচেতন মানুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বেশী সচেতন করে তুলতে পারে। আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখি।

বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন একটি পেশাজীবী মানব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মকান্ডে সর্বদা সহযোগিতা করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকাও ব্যাপক। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও জনকল্যাণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানকে সফল করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ এর সফলতা কামনা করছি।

ডা. এম. ইকবাল আর্সলান

Message

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

The World Health Day is celebrated each year on 7 April since 1950, two years after the birth of the World Health Organization. The Day is seen as an opportunity to draw worldwide attention to a major global health problem of high importance. The "Vector-Borne Diseases" is the theme of this year, which reminds all of us about a common concern of a 'small bite, big threat.' Worldwide, vector-borne diseases account for 17% of the estimated global burden of all infectious diseases.

Mosquitoes, flies, ticks and bugs are the potential vectors which may emerge as a major threat to human health - and that of their families anytime, anywhere. Among the vector borne diseases, four common illnesses are prevalent in Bangladesh and those are Malaria, Filaria, Dengue and Kala-azar. Mosquitoes are causing first three of these diseases, while the rest one is triggered by the sandflies.

The mosquitoes, the deadliest vector, not only transmit malaria, filaria and dengue, but also cause lymphatic filariasis, chikungunya, Japanese encephalitis and yellow fever. For example, malaria alone caused an estimated 660,000 deaths globally in 2010. Fortunately, the mortality rate from malaria has fallen by 45% globally since 2000 and by 49% in the WHO's African Region.

Still then, dengue is the world's fastest growing vector-borne disease with a 30-fold increase in incidence over the last 50 years. In recent years, transmission has increased predominantly in urban and semi-urban areas and has become a major international public health concern. Over 2.5 billion people are now at risk from dengue. Dengue is also a major cause of concern for Dhaka and other metropolitan cities now.

A total of 73 countries worldwide are threatened by lymphatic filariasis, commonly known as "elephantiasis". Kala-azar also causes an estimated 1.3 million new cases and 20,000-30,000 deaths annually worldwide. The situation is improving fast in Bangladesh, which targets to eliminate kala-azar by 2015. The case-rates have recently dropped markedly. But more needs to be done to meaningfully contain kala-azar and other vector-borne diseases.

WHO has been providing technical assistance to control and eliminate malaria, dengue and kala-azar, and the other illnesses. And it will continue to provide support to tackle the public health threats posed by the vector-borne diseases in Bangladesh.

I wish every success of the remarkable programmes that have been drawn up to mark the World Health Day 2014.

Dr Thushara Fernando
WHO Representative to Bangladesh

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়